ইউনিট ৬

# সামাজিক বিকাশ ঃ শৈশব হতে কৈশোর
# Social Development : Infancy to Adolescence

## ভুমিকা

শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সামাজিক গন্ডিও বাড়তে থাকে। জন্মের পর শিশু প্রথম দুই বছর প্রধানত পারিবারিক পরিবেশে অবস্থান করে। তারপর থেকে প্রতিবেশী ও নিকট আত্মীয় যারা ঘন ঘন শিশুর পরিবারে যাতায়াত করে তাদের সাথে পরিচিত হয়। পরিবার শিশুর সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে, এসময়ের প্রভাব তাই বড় হলেও সম্পর্ণরূপে কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়না। শিশুরা যখন থেকে বাড়ির বাইরে বের হতে শুরু করে তখনই আক্ষরিক অর্থে তাদের বন্ধু জুটতে থাকে এবং শ্রেণীকক্ষে ও খেলার মাঠে এসব বন্ধুদের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে তাদের চরিত্রে অনেক গুনগত পরিবর্তন দেখা দেয়। শিক্ষক ও গুরুজনেরাও শিশু-কিশোরদের সামাজিক আচরণে প্রভাব রাখে তবে বন্ধুদের চাইতে তাদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। এই ইউনিটে শিশুদের এই বিকাশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিকতা শিশুর সামাজিক বিকাশের একটি মৌলিক উপাদান। পরিবারের সদস্য বা বন্ধুদের মধ্যে কাউকে 'মডেল' ধরে নিয়ে শিশুরা তাদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গড়ে তুলে। তাছাড়া পারিবারিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদিও তাদের নৈতিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে থাকে। নৈতিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীরা সবাই একমত হতে পারেন নাই। তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্যও রয়েছে। এই ইউনিটে কয়েকজন মনোবিজ্ঞানীর নৈতিকতার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অপরাধ প্রবণতাও শিশু-কিশোরদের এককালীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে কিশোর বয়সে প্রায় সব ছেলেমেয়েদের মধ্যেই বিভিন্ন মাত্রায় এই প্রবণতার বিকাশ ঘটে। কিশোর অপরাধ কি, কিভাবে এর সৃষ্টি হয় এবং কি উপায়ে তা প্রতিরোধ করা যায় ইত্যাদি নিয়েও এ ইউনিটে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। অপরাধ প্রবণতার পাশাপাশি মানসিক দ্বন্দ্বও শিশু-কিশোদের বিব্রত করে, সে বিষয়েও এখানে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিট মোট দশটি পাঠে বিভক্ত। মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে আপনি শিশু-কিশোরদের বিভিন্নমূখী সামাজিক বিকাশ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন এবং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করবেন।


*পাঠ* - ১ শৈশব, বাল্য ও কৈশোরে পরিবারের প্রভাব
পাঠ - ২ শৈশব, বাল্য ও কৈশোরে খেলার প্রভাব
পাঠ - ৩ শিশুদের উপর বিদ্যালয়ের প্রভাব
পাঠ - ৪ সামাজিক বিকাশে বন্ধুদলের প্রভাব
পাঠ - ৫ শিশু কিশোরদের নৈতিকতার বিকাশ
পাঠ - ৬ কিশোর অপরাধ প্রবণতা

পাঠ ১

# *শৈশব, বাল্য ও কৈশোরে পরিবারের প্রভাব*
# *[Influence of Family on Babyhood, Childhood and Adolescence]*

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি —

- একটি পরিবার কিভাবে শিশু কিশোরদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- পরিবারের প্রকৃতি অনুযায়ী শিশুদের মধ্যে কি কি পরিবর্তন হয় তা বলতে পারবেন
- শিশু ও কিশোরদের জন্য পরিবারের করণীয় আলোচনা করতে পারবেন।

শিশু একটি পরিবারের সদস্য হয়েই জন্ম গ্রহণ করে। সুতরাং পরিবারের সুখ দুঃখ ও বিভিন্নমূখী সমস্যার সাথে সেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রধানত যারা শিশুর চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করেন তারা হলেন মা ও বাবা। তাছাড়া ভাই,বোন,ঘনিষ্ট আত্নীয় স্বজন যারা পরিবারে একই সাথে বসবাস করে তারাও শিশুদের বিভিন্ন আচার আচরণের মডেল হিসাবে কাজ করে থাকে। যদিও অনেকে মনে করেন যে শিশু প্রথমে মাকেই অনুকরণ করে তবুও গবেষণায় দেখা গেছে যে খুব ছোটকাল থেকেই মা ও বাবা উভয়েই শিশুর উপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই তার উপর পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তবে শিশুরা অধিক সময় যাদের সাথে থাকে তাদের প্রভাবই বেশি হয়। শিশুর উপর তার মা বাবার প্রভাব কতটা পড়বে তা নির্ভর করে তাদের সাথে শিশুর যোগাযোগের সুস্পষ্টতা, শিশুর সাথে মা বাবার পরিণত আচরণ এবং তাদের শিশু লালন প্রক্রিয়ার উপর (Baumrind,1973)। শৈশবে মা বাবার দ্বারা শিশুরা যতটা প্রভাবিত হয় কৈশোরে ততটা হয় না। শৈশবে দিনের একটি বৃহৎ অংশ মা বাবার সাথে থাকে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে শৈশবে মা বাবার প্রভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন ঘটে শিশুর সামাজিক ও জ্ঞানগত যোগ্যতার (competence)। বিশেষ করে তার ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার। পরিবারের অন্য সদস্যগণ একইভাবে শিশুদের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া (interaction) করে তাদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখেন।

**চিত্র ৬-১.১ মার সাথে শিশু**

**চিত্র ৬-১.২ বাবার সাথে শিশু**

## পরিবারের ধরন

পরিবারের সদস্যরা শিশুর সাথে নানা ধরণের আচরণ করে থাকে। কখনো উদাসীন আবার কোন সময় অত্যন্ত কঠোর। পিতা মাতার এই আচরণ বিশ্লেষণ করলে প্রধানত তিন ধরণের আচরণ লক্ষ্য করা যায় যেমন, স্বৈরাচারী (authoritarian), নমনীয় (permissive) এবং প্রভূত্বব্যঞ্জক (authoritative) । পরিবার যদি স্বৈরাচারী হয় তবে শিশুর বিকাশ বহুলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, যেমন তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব, অন্তমূখীতা, আগ্রহবিমূখতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠে। কারণ স্বৈরাচারী মা বাবা বহুলাংশে স্বেচ্ছাচারী এবং যখন যা খুশি তাই শিশুদের করতে বাধ্য করে। তাদের কাজের পিছনে শিশুর ভাল মন্দের ব্যাপারে কোন যুক্তি কাজ করেনা। অপর দিকে পরিবার যদি প্রভূত্ব ব্যঞ্জক হয় তবে শিশুরা খুব সহজেই স্বাধীন, সামাজিক, আত্মবিশ্বাসী ও কৃতিত্ব অর্জনে প্রত্যাশী হয়ে গড়ে উঠে। কারন প্রভুত্বব্যঞ্জক অভিভাবকগণ আইন কানুনে অত্যন্ত কঠোর হলেও তারা শিশুর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে অনেক পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত আচরণ করে থাকেন। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলি অত্যন্ত যুক্তি নির্ভর ও সৎ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। নমনীয় মা বাবার সন্তানেরা এই দুই ধরণের কোন প্রকার বৈশিষ্ট্যই লাভ করতে পারে না। কারণ তারা তাদের সন্তানের জন্য কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে কোন প্রচেষ্টা চালায় না (Baumrind, ১৯৭৩)। তারা সব ব্যাপারেই উদাসীন হয়।

## পরিবারের প্রভাব

পরিবারের পরিচালন ব্যবস্থা ছাড়াও তার অর্থনৈতিক অবস্থা, সদস্যদের শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক পটভুমি ইত্যাদি সবকিছুই শিশুদের বিকাশ প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলে। যেমন, যে পরিবারের অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থা ভাল সে পরিবারের ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা বা অন্যান্য বিষয়ে অধিক কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। যেহেতু অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে তাই এমন পরিবারের শিশুরা সব দিক থেকেই এগিয়ে যায়। অর্থনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি মা বাবার শিক্ষার সাথেও সন্তানাদির বিকাশ প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

কোন পরিবারে সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও যদি মা বাবা নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত হয় তবে তারা শিশুর মঙ্গলে বিশেষ কোন প্রভাব রাখতে পারবেনা। পরিবারের অবস্থা যদি এর বিপরীতমূখী হয় অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ও মা বাবা নিরক্ষর তবে শিশুদের মধ্যে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা যে হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

কৈশোর কাল একটি ভিন্নধর্মী সময়, এটি পূর্বে আলোচনা হয়েছে। শৈশবে পরিবার শিশুকে যতটা নিয়ন্ত্রন করতে পারে কৈশোরে ততটা পারে না। কারণ এ সময় তারা বন্ধুদের দ্বারা অধিক প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু পরিবার যদি প্রথম থেকেই প্রভূত্বব্যঞ্জক হয়ে থাকে তবে শিশুর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে তার প্রভাবেই সে কৈশোরের অপকারী প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারবে। তা না হলে পরিবারের কঠোর মনোভাব কিশোর কিশোরীদের আরো বিদ্রোহী ও স্বাধীনচেতা করে তুলবে।

শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে বিশেষ করে মা বাবাকে অনেক বেশি সচেতনভাবে কাজ করে যেতে হবে। এছাড়া যেসব পরিবারে দাদা-দাদী বা নানা-নানী থাকেন তারাও শিশুর সার্বিক বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব রাখেন। শিশু কিশোরদের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কাজ শিশুদের সামনে করা উচিত নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

প্রথম থেকেই নিয়ম শৃংখলার ব্যাপারে উৎসাহিত করে গড়ে তুলতে হবে যাতে বড় হয়ে তারা এ ব্যাপারে সচেতন থাকে। অর্থনৈতিক অবস্থার উপর যদিও শিশুদের বিকাশ নির্ভর করে তবুও পরিবারের দূরদৃষ্টি ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকলে তার প্রভাব তেমন গভীর  হতে পারেনা।

**চিত্র ৬-১.৩ পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন, দাদা দাদী বা নানা নানী শিশুর সার্বিক বিকাশে যথেষ্ট অবদান রাখে**

শিশুর উপর পরিবারের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। বিশেষ করে মা ও বাবা তাদের সন্তানের উপর বেশি প্রভাব রাখতে সক্ষম হন। তাছাড়াও পরিবারের পটভূমি, সদস্যদের শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি মিলেও শিশুদের উপর নানা রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সাধারণত পরিবার যদি প্রভূত্বব্যঞ্জক হয় তবে তার সদস্য হিসাবে শিশুরা অনেক বেশি উপযুক্ত ও দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। দেখা গেছে শৈশবে যেমনটি হয় কৈশোরে এসে পরিবার ছেলেমেয়েদের উপর তেমন প্রভাব খাটাতে পারেনা। মা বাবা যদি প্রথম থেকেই ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ব্যাপারে সুষ্ঠু ও বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন তবে শিশুরা যথাযথভাবেই নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

### *অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন*

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শৈশবে শিশুর উপর কার প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি হয়?
   ক. মা বাবার প্রভাব
   খ. বড় ভাই বোনদের প্রভাব
   গ. যার কাছে শিশু অধিক সময় থাকে
   ঘ. বন্ধু বান্ধবদের প্রভাব

২. শিশুদের মঙ্গলের জন্য তাদের কঠোর অনুশাসনে রাখে কোন ধরণের পরিবার?
   ক. স্বৈরাচারী পরিবার
   খ. প্রভূত্বব্যঞ্জক পরিবার
   গ. নমনীয় পরিবার
   ঘ. ধর্মানুরাগী পরিবার

৩. কোন সময় ছেলেমেয়েরা তাদের বন্ধুদের দ্বারা অধিক প্রভাবান্বিত হয়?
   ক. পরিণত বয়সে
   খ. শৈশব কালে
   গ. কৈশোর কালে
   ঘ. বাল্য কালে

### *আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন*

১. ছোট শিশুরা প্রধানত পরিবারের কোন কোন সদস্যর দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়?

২. পরিবারের ধরণ কত প্রকার ও কি কি?

৩. পরিবারের ধরণ অনুযায়ী শিশুদের উপর কি রকম প্রভাব পড়ে তা আলোচনা করুন।

## সঠিক উত্তর ঃ

অ) ১। গ, ২। খ, ৩। গ

পাঠ ২

# *শৈশব, বাল্য ও কৈশোরে খেলার প্রভাব*
# *[Influence of Play on Babyhood, Childhood and Adolescence]*

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ শিশুদের খেলার সংজ্ঞা প্রদান ও তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ♦ শৈশব ও বাল্যকালের কোন খেলার সাথে জীবনের কোন দক্ষতার সহসম্পর্ক রয়েছে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- ♦ খেলা কিভাবে শিশুদের জীবনকে প্রভাবিত করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

## খেলা কি ও কত প্রকার

খেলা শিশুর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ধর্ম। খেলা ছাড়া তাদের বিকাশ সম্ভব নয়। একেবারে শৈশবে ঘুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে শিশু যে সময় পায় প্রায় সবটাই সে খেলাতে ব্যয় করে। এখানে খেলা (play) ও ক্রীড়ার (game) মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ছোট শিশুরা অবসর মূহুর্তে মনের আনন্দ প্রকাশ করার জন্য একক বা দলীয়ভাবে বিভিন্ন ধরণের যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তাকেই আমরা খেলা বলতে পারি। খেলার মধ্যে কোন নিয়ম কানুন বা হার জিত নেই। কিন্তু ক্রীড়া হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নিয়ম মাফিক কোন কৌশল অবলম্বন করে হার জিতের জন্য যে শারীরিক কসরত প্রকাশ করা হয় তাই। সাধারণত

সব শিশুরাই সময় অসময় একা অথবা দলগতভাবে কোন না কোন খেলায় ব্যস্ত থাকে। এই খেলায় কত জন অংশ গ্রহণকারী থাকবে বা তাদের কোন বয়সের হতে হবে তার কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। কিন্তু ক্রীড়া তেমন নয়, এখানে কারা বা কোন বয়সের কত জন খেলোয়ার হবে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে। এই পাঠে আমরা শিশুদের জীবন বিকাশে খেলার প্রভাব নিয়েই আলোচনা করব।

শিশুর সব শারীরিক প্রক্রিয়াকেই খেলা বলা যায়না এর কতকগুলো নিয়ম নীতি রয়েছে যা অবশ্যই খেলাতে থাকতে হবে। মনোবিজ্ঞানী Rosenblatt (১৯৮২) এবং Damon (১৯৮৩) শিশুর খেলার যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা নীচে উল্লেখ করা হলো —

- খেলা হলো সেচ্ছা প্রণোদিত, আনন্দদায়ক ও স্বতঃস্ফূর্ত
- খেলায় পূর্বে অর্জিত দক্ষতার পুনরাবৃত্তি ঘটে বা তা আরো বিকশিত হয় এবং সেই সাথে আরো নতুন দক্ষতা অর্জিত হয়
- খেলা উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হলেও নিজের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়
- খেলা সৃষ্টিধর্মী এবং বাস্তবতা ও কল্পনার সংমিশ্রণে তৈরী
- শিশুর বিকাশের সাথে সাথে খেলাও পরিবর্তিত হয়

মিলড্রেড পার্টেন (Mildred Parten) ১৯৩২ সালে দুই থেকে সাড়ে চার বছরের শিশুদের খেলার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে শিশুর খেলাকে কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন —

- **মুক্ত বা স্বতস্ফূর্ত খেলা** (Free or Spontaneous play) - অতি শৈশবে শিশু তার হাত পা নেড়ে খেলে আনন্দ লাভ করে।
- (Onlooker or Solitary play) - এই স্তরে শিশুরা অন্যের খেলা পর্যবেক্ষণ করে তবে তাদের সাথে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।
- **গমান্তরাল খেলা** (Parallel play) - দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুরা পাশাপাশি বসে একা একা খেলে কিন্তু একে অন্যের সাথে খেলনা নিয়ে মিলেমিশে খেলতে পারে না।
- **সহযোগিতাপূর্ণ খেলা** (Associated or Cooperative play) - এই স্তরে শিশুরা একে অন্যের সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে খেলতে পারে। এমনকি খেলার নিয়ম কানুন মেনে খেলতেও শেখে।

**চিত্র ৬-২.১ শিশু একা খেলছে**

**চিত্র ৬-২.২ ছোট শিশুর বল খেলা**

এছাড়াও শিশুর খেলা দুই প্রকারের যেমন, ভানধর্মী খেলা (Pretend play) এবং সমাজ-নাট্যধর্মী খেলা (Sociodramatic play)। ভানধর্মী খেলায় শিশু ভান করার মাধ্যমে নিজেকে অপর ব্যক্তি বা বস্তুতে পরিণত করে নেয়, সে বিভিন্ন ভূমিকার ভান করে আনন্দ লাভ করে।যেমন মেয়েদের পুতুল খেলা, ছেলেদের শিক্ষক সাজা বা অফিসে যাওয়ার ভান করা ইত্যাদি। এই জাতীয় খেলা শিশুর জ্ঞানগত, সামাজিক ও ভাষা বিকাশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভানধর্মী খেলা শিশুর দ্বিতীয় বছর বয়স থেকে শুরু হয় এবং বিদ্যালয় গমনোপযোগী বয়সে এসে তা আরো জটিল আকার ধারণ করে। বাল্যের মাঝামাঝি পর্যায়ে গিয়ে এ জাতীয় খেলার প্রাধান্য হ্রাস পায়। তখন তারা কিছু কিছু ক্রিয়াধর্মী খেলায় আত্মনিয়োগ করে। যেমন ফুটবল,ক্রিকেট বা কিছু না পেলে গোল্লা ছুট,এক্কা দোক্কা ইত্যাদি।

চিত্র ৬-২.৩ শিশুর পুতুল খেলা

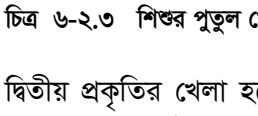

চিত্র ৬-২.৪ সাংবাদিকতার ভূমিকায় শিশু

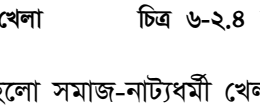

দ্বিতীয় প্রকৃতির খেলা হলো সমাজ-নাট্যধর্মী খেলা। আনুমানিক তিন বছর বয়স থেকে শুরু হয়। এ খেলায় শিশুরা কোন দলীয় উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে খেলায় আত্মনিয়োগ করে। যেমন,ঘরকন্যা খেলা, অফিস যাওয়া বা শিক্ষকতার খেলা। কয়েক জনে মিলে বিশেষ আনন্দ লাভের জন্য শিশুরা এ জাতীয় খেলায় আত্মনিয়োগ করে। ভানধর্মী খেলার বহিঃপ্রকাশ শিশুর মধ্যে মানসিক চিত্র ও প্রতীক ব্যবহারের যোগ্যতার নির্দেশক। পিয়াজের মতানুযায়ী নাট্যধর্মী খেলা প্রাক-প্রায়োগিক কালে যুক্তির বিকাশ ঘটলে আরো বাস্তবধর্মী হয়ে আসে। মূলত দ্বিতীয় প্রকৃতির খেলা শিশুকে ক্রমান্বয়ে ক্রীড়ার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

## শিশুর জীবনে খেলার প্রভাব

খেলা শিশুর জীবনে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন, তার জ্ঞানীয় দক্ষতা, ভাষার বিকাশ, সামাজিকতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি উন্মোচন এবং শিশুকে বুঝতে সাহায্য করে। তারা যখন খেলে তখন অন্যের অবস্থানে নিজেকে কল্পনা করে। এভাবে তার চিন্তার অনুশীলন হয়। এ ধরণের অনুশীলন শিশুকে বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা যোগায়। Elkind (১৯৮৬) এর গবেষণায় প্রমানিত হয়েছে যে প্রথম জীবনে শিশুর খেলার সাথে তার স্কুল কৃতিত্বের ঘনিষ্ট সম্পূর্ক রয়েছে। সে কারণে উন্নত দেশ গুলিতে কিন্ডারগার্টেন বা নার্সারীতে খেলার ব্যাপারটিকে এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়। এমনকি যে সব ছেলেমেয়েরা শৈশবে চিন্তাধর্মী খেলায় বেশি মত্ত থাকে তারা পরবর্তী কালে লিখন বা পঠনেও দক্ষতা দেখাতে পারে (Wolf gang and Sanders, ১৯৮১) । নাট্যধর্মী খেলাতে যেহেতু অপরের সাথে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠে তাই পরবর্তীকালে এই যোগ্যতা আবার ব্যক্তিকে অনেক সামাজিক সমস্যা নিরসনে দক্ষ করে তুলে, যা হয়তো তাকে কৈশোরের অনেক সমস্যার হাত থেকে রেহাই দিতে পারে। সাধারনভাবে শিশুদের খেলা তাদের আবেগের উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রন আনে। যেমন, খেলার মধ্যে রাগ, ভয়, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশে কোন বাধা নেই কিন্তু এইসব আবেগ হয়তো অন্য জায়গায় প্রকাশ করা

যায়না। তাই খেলার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের মধ্যে জমে উঠা মানসিক ও সামাজিক আবেগ গুলি ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে (Damon, ১৯৮৩)।

শিশুরা মনের আনন্দে স্বতস্ফূর্তভাবে উদ্দেশ্যম লক বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে একক বা দলীয় উপায়ে যে প্রতিক্রিয়া করে থাকে তাকেই খেলা বলা যায়। খেলা দু'রকমের ভানধর্মী ও নাট্যধর্মী। খেলার বহিঃপ্রকাশ দেখে শিশুর মধ্যে তার ভাষা, চিন্তা, সামাজিকতা বা আবেগের বিকাশ কতখানি ঘটেছে তা বোঝা যায়। খেলা শিশুদের জমে থাকা আবেগগুলিও যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রন করতে সাহায্য করে এবং তার অনাবশ্যক প্রকাশ থেকেও তাদের বিরত রাখে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

### *অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন*

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিশুদের খেলা ও ক্রীড়ার মধ্যে পার্থক্য হলো -
   ক. খেলায় নিয়ম শৃংখলা মেনে চলতে হয় ক্রীড়াতে তার প্রয়োজন হয় না
   খ. ক্রীড়াতে নিয়ম শৃংখলা মেনে চলতে হয় খেলাতে তা লাগে না
   গ. শিশুদের খেলা ও ক্রীড়াতে নিয়ম শৃংখলার কোন প্রয়োজন নেই
   ঘ. খেলা ও ক্রীড়া উভয়ে কতগুলি নিয়মের অধীন

২. কোন ধরণের খেলা শিশুর জ্ঞান ও ভাষাগত বিকাশের জন্য আবশ্যক?
   ক. সৃষ্টি ধর্মী খেলা
   খ. সঞ্চালনমূলক খেলা
   গ. ভান ধর্মী খেলা
   ঘ. নাট্যধর্মী খেলা

৩. নাট্যধর্মী খেলা কোন ধরণের যোগ্যতার বিকাশ ঘটায়?
   ক. ভাষার জ্ঞান বিকাশে সাহায্য করে
   খ. শারীরিক ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করে
   গ. মানসিক যোগ্যতা বিকাশে সাহায্য করে
   ঘ. সামাজিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে

### *আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন*

১. খেলা ও ক্রীড়ার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

২. শিশু খেলার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে কি কি ধরণের যোগ্যতা গড়ে তোলে?

৩. শিশুদের মধ্যে খেলার সাধারণ প্রবনতা গড়ে তোলার জন্য আমাদের কি করা উচিত?

### সঠিক উত্তর ঃ

অ) ১। খ, ২। গ, ৩। ঘ

পাঠ ৩

# *শিশুদের উপর বিদ্যালয়ের প্রভাব*
# *[Influence of School on Children]*

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বিদ্যালয় কি ভাবে শিশুদের বিকাশকে প্রভাবিত করছে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিদ্যালয় ও শিক্ষক কি ভাবে তাদের বিকাশে প্রভাব বিস্তার করছে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- কি উপায় অবলম্বন করলে শিক্ষার্থীরা আরো বেশি উপকৃত হতে পারবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকে শিশুরা দিনের প্রায় ২০% সময় বিদ্যালয়ে কাটায়। যদিও তুলনামূলকভাবে দিনের অল্প সময় তারা বিদ্যালয়ে থাকে। তবুও দেখা গেছে যে স্বল্প সময়ের প্রভাবই শিশুদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করে। বিদ্যালয়ে আসার ফলে শিশুদের মধ্যে সামাজিকতা, নেতৃত্ব, সুকুমারবৃত্তি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমান্বয়ে প্রস্ফূটিত হতে থাকে। যেসব শিশু বিদ্যালয়ে যায়না তাদের মধ্যে অনুরূপ কোন ধরনের বিকাশ ঘটলেও তা তেমন উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনা। তবে সবার মধ্যে একই ধরনের পরিবর্তন প্রকাশ পায়না। শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয় তাদের মধ্যে বিভিন্নধর্মী প্রভাব বিস্তার করে।

## বিদ্যালয়ের শিক্ষার ধরন

**Structural bias**

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত ছেলেমেয়েরা নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের চাইতে অধিক লাভবান হয়। কারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রধানত মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। নিম্নবিত্তের পারিবারগুলি মধ্যবিত্তের এই মূল্যবোধ সম্পর্কে তেমন কোন আগ্রহ দেখায় না ফলে তারা বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যাপারেও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় মধ্যবিত্তের মূল্যবোধই বেশি প্রাধান্য পায় যেমন, শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গড়ে তোলা ও ভবিষৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়ে দেওয়া (Boykin,1986) অথচ এগুলি সম্পর্কে নিম্নবিত্তের শিশুরা মোটেও সচেতন নয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে মধ্য বা উচ্চবিত্তদের উপযোগী বিদ্যালয়গুলি শিশুদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার মনোভাব ফুটিয়ে তোলে, এখানে কেউ কাউকে সহযোগিতা করার কোন প্রশিক্ষণ পায়না। এই সব বিদ্যালয়ে মনে করা হয় শিশুরা লেখাপড়া করবে পরীক্ষায় ভাল করার জন্য,সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও সুনাম অর্জন করার জন্য।এ ধরণের মানসিকতা যে বিদ্যালয়ই শিক্ষা দেয় তাই নয় বরং শিশুরা তাদের বাড়ি থেকেও অনুরূপ মনোভাব নিয়েই বিদ্যালয়ে আসে। কিন্তু নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আগত ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই মানসিকতা থাকে না। পারিবারিকভাবেই তারা প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতার মনোভাব লাভ করে থাকে। বিদ্যালয়ে এসে এই সব নিম্নবিত্তের ছেলেমেয়েরা যখন তাদের শিক্ষার বিপরীত চিত্র দেখতে পায় তখন স্বাভাবিকভাবেই এটা তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই Kagan et al (১৯৮৫) মন্তব্য করছেন যে, বিদ্যালয়গুলিতে একটি "Structural bias"'' কাজ করছে অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের কেবল একটি আর্থসামাজিক কাঠামো অবলম্বন

করেই তৈরি হয়ে আছে অন্যগুলির প্রতি তার কোন নজর নেই,এই সমস্যার থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। তিনি মনে করেন যে বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতামূলক ও সহযোগিতামূলক এই দুই প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থাই গড়ে তুলতে হবে যাতে উভয় দলের ছেলেমেয়েরাই তাদের বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারে।

## শিশুরের উপর শিক্ষকের প্রভাব

কোন কোন গবেষণায় দেখা গেছে যে ছেলেমেয়েদের প্রকৃত কৃতিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ধরণ বা শিক্ষাক্রমের চেয়েও শিক্ষক ও তাদের পারিবারিক পটভূমি, শিশুদের পারিবারিক প্রচেষ্টা এবং অন্যান্য কিছু উপাদান বেশি দায়ী। শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েরা যেমন তাদের করণীয় সম্পর্কে সচেতন থাকে, নিরক্ষর পরিবারের ছেলেমেয়েরা তা থাকে না, তারা বসে থাকে তাদের করণীয় শিক্ষক কখন বলে দেবেন তার জন্য। ফলে বিদ্যালয়ে সাফল্য লাভের জন্য বিভিন্ন যোগ্যতা নিয়ে আসা সত্ত্বেও নিরক্ষর পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভাল করতে পারেনা, এটা' তাদের বিকাশমান জীবনের একটি বড় বাধা। এ ব্যাপারে শিক্ষকের যথেষ্ট মনোযোগী হওয়া উচিত। শিশুদের পটভূমি বিবেচনা করে শিক্ষাদান করতে পারলে যেকোন ধরনের ছেলেমেয়েদেরই ভাল শিক্ষা দেওয়া যায়। শিশুদের সাথে সাথে শিক্ষকদের পারিবারিক পটভূমিও শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু বিকাশকে প্রভাবিত করে। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত শিক্ষকরা নিম্নবিত্ত পরিবরের ছেলেমেয়েদের যোগ্যতা সম্পর্কে কিছুটা নীচু ধারণা পোষণ করেন যা পরিনামে তাদের কৃতিত্বকে নিম্নগামী করে দেয় (Alexander et al., ১৯৮৭)। অথচ আমরা যদি বাংলাদেশের এন.জি.ও-দের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলির দিকে তাকাই তবে অতি সহজেই আমাদের এই ভুল ধারণা দূর হয়ে যাবে, সেখানে এমন অনেক দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ে আছে যারা যথেষ্ট দক্ষতার সাথে লেখাপড়া করে সব দিক থেকেই উন্নতি লাভ করতে পারছে।

শ্রেণীকক্ষে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ছাত্রের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। ছাত্র ও শিক্ষকের হৃদত্যাপূর্ণ সম্পর্ক ফলপ্রস শিক্ষা গ্রহণের জন্য অতি আবশ্যক।

সাধারণভাবে কোন বিদ্যালয়ই শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশে একক ভাবে ভাল মন্দ প্রভাব ফেলতে পারেনা। এর সাথে আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপাদান যুক্ত রয়েছে সেগুলি আমরা উপরে আলোচনা করেছি। এগুলির দিকে যদি যথার্থভাবে নজর দেওয়া যায় অর্থাৎ পারিবারিক পটভূমি ও শিক্ষার্থীর মনোদৈহিক যোগ্যতার কথা মনে রেখে যদি তাকে শিক্ষা দেওয়া হয় তবে অবশ্যই বিদ্যালয় তার নির্দিষ্টদলের উপর ভাল প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

## বিদ্যালয় আমাদের কি দেয়?

শিক্ষামূলক কৃতিত্বের বাইরে এমন অনেক সামাজিক আচার আচরণ রয়েছে যা পরিবারের চাইতে বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই শিশুরা অধিক শিক্ষা করতে পারে। যেমন, সামাজিকতা, সহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব, বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, ইত্যাদি সবই বিদ্যালয়ের একটি ভাল শিক্ষাক্রমের ফসল। তবে এগুলিকেও সচেতনভাবে বিদ্যলয়ে অনুশীলন করাতে হবে। আমরা যদি অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই তবে দেখবো যে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এর অত্যন্ত অভাব রয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে এখন কেবল পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার প্রতিযোগিতাই শুরু হয়েছে, সহশিক্ষাক্রমিক উপাদানগুলি এবং তার সুফল অর্জনের প্রতি এখানে কোনই গুরুত্ব নেই। এই অবস্থাটি বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যহত করছে তাই এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্যালয়ের সুফল পেতে হলে এর সার্বিক কার্যক্রমে সকল প্রত্যাশিত কার্যাবলীর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে হবে।

বিদ্যালয়ে  শিশুরা দিনের এক পঞ্চামাংশ সময় কাটিয়ে থাকে, ফলে তাদের জীবনের উপর বিদ্যালয়ের শিক্ষার এক বিরাট প্রভাব পড়ে। তবে শিক্ষাগত কৃতিত্বের ক্ষেত্রে কেবল বিদ্যালয় এককভাবে কোন প্রভাব রাখতে পারেনা। শিক্ষকগণ মধ্যবিত্ত মানসিকতা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসেন বলে তাঁরা নিম্নবিত্তের শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে পারছেন না। তাছাড়া বর্তমানে বিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র পরীক্ষামুখী হয়ে পড়েছে, শিক্ষর্থীর মধ্যে যে অন্যান্য মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে তা তাঁরা অনুধাবন করেন না। অতএব বিদ্যালয়ের কাছ থেকে যথার্থ সুফল পেতে হলে অবশ্যই সবদিকে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

### *অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন*

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. সাধারণত শিশুরা বিদ্যালয়ে দিনের কতটা সময় অতিবাহিত করে থকে?
   ক. প্রায় শতকরা ২০ ভাগ সময়
   খ. প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ সময়
   গ. প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ সময়
   ঘ. প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ সময়

২. নিম্নবিত্তের ছেলেমেয়েরা আধুনিক বিদ্যালয় থেকে যথাযথভাবে উপকৃত না হওয়ার কারণ কি?
   ক. কারণ এসব বিদ্যালয়ের পড়াশুনা বেশ কঠিন
   খ. কারণ এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের পছন্দ করেন না
   গ. কারণ এসব বিদ্যালয়ের মূল্যবোধ তাদের স্বভাব বিরোধী
   ঘ. কারণ এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম এখনো সেকেলে

৩. বিদ্যালয়ের শিক্ষা কোন আর্থ-সামাজিক কাঠামো অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে?
   ক. নিম্নবিত্ত
   খ. মধ্যবিত্ত
   গ. উচ্চবিত্ত
   ঘ. নিম্ন ও মধ্যবিত্ত

### *আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন*

১. সাধারণভাবে আমাদের বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করে?

২. মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের সাথে নিম্নবিত্ত ছেলেমেয়েদের মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য কোথায়?

৩. কিভাবে যে কোন আর্থসামজিক অবস্থার শিশুদের একই সাথে একই বিদ্যালয়ে রেখে পাঠদান করা যায় তা আলোচনা করুন।

## সঠিক উত্তর ঃ

অ) ১। ক, ২। গ, ৩। খ

পাঠ ৪

# *সামাজিক বিকাশে বন্ধুদলের প্রভাব*
# *[Influence of Peer Group on Social Development ]*

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিশুরা কিভাবে সামাজিক আচরণ শিক্ষা করে তা বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন
- শিশু ও কিশোরদের সামাজিক বিকাশের উপর বন্ধুদের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন
- শিশুদের সামাজিক আচরণ কিভাবে নিয়ন্ত্রন করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।

মানুষ একটি সমাজবদ্ধ জীব, সুতরাং সমাজে বসবাস করতে হলে তাকে আর পাঁচ জন লোকের সাথে মানিয়ে চলতেই হয়। এই দক্ষতাটি অর্জন করতে না পারলে সমাজে তার স্থান খুব একটা সুখকর হয়না। প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবার ও তারপর পাড়া প্রতিবেশী ও সমবয়সী বন্ধুদের কাছ থেকে মানুষ সামাজিক আচার আচরণ শিক্ষা করে। বড়দের সাথে মেলামেশার ফলে যেভাবে শিশুরা সামাজিকতা শিক্ষা করে তার সমবয়সীদের কাছ থেকে ঠিক সেভাবে শেখে না। প্রথমত সমবয়সীদের সাথে সে ভাবের আদান প্রদান করে এক অপরকে সমগোত্রীয় মনে করে। এই সম্পর্কটি তাদের মধ্যে ভাব বিনিময় করার পক্ষে এক নিশ্চিত পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে সে নিজের মত প্রকাশ করতে পারে এবং ভিন্ন মতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে। সমবয়সীরা যেহেতু মানসিক বিকাশের একই পর্যায় থাকে তাই তারা একে অপরকে বুঝতে পারে এবং নিজেদের মতভেদগুলি নিজেরাই মিটিয়ে ফেলতে পারে।

খেলাধূলা করতে গিয়ে শিশুরা সবসময়ই ঝগড়া বিবাদ করে থাকে। ঝগড়ার ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব যোগাযোগের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে, এর মাধ্যমে তারা একে অপরের মতামত, অনুভুতি ও চিন্তার সাথে পরিচিত হয়। তাছাড়া এই দ্বন্দ্ব অন্যের সাথে তাদের আচরণের স্পর্শকাতর দিকগুলিকে আরো মার্জিত করে তুলে অর্থাৎ আবেগ প্রকাশের মাত্রা ও দক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করে। অসামাজিক বা ঘরকুনো ছেলেমেয়েরা যেহেতু এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তাই তারা সামাজিক বিকাশের এই দক্ষতাগুলি সহজে অর্জন করতে পারে না (Asher et al, 1982)|

চিত্র ৬-৪.১ বন্ধুর প্রভাব

চিত্র ৬-৪.২ খেলনা নিয়ে কাড়াকাড়ি

শৈশবে বন্ধুত্বই হল শিশুদের সামাজিক বিকাশের মূল সোপান (Damon, ১৯৭৭) । তারপর পরিনত বয়স পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং মানুষের অধিকাংশ সামাজিক আচার আচরণই বন্ধুত্বের গঠন প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠে। ব্যক্তির মানসিক ও সামাজিক বিকাশে সহপাঠি বা সমবয়সী বন্ধুদের প্রভাব কিভাবে সৃষ্টি হয় তা H.S. Sullivan (১৯৫৩) তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে মানুষের আচরণ তৈরি হয় সমাজের 'উল্লেখযোগ্য অন্য ব্যক্তি'র (significant others) সাথে সুখকর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। ছোট শিশুরা বেড়ে উঠার সাথে সাথে তাদের চার পাশে 'উল্লেখযোগ্য অন্য ব্যক্তির' সংখ্যাও বাড়তে থাকে। যেমন নবজাতকের প্রথমে থাকে কেবল মা, পরে আসে পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আরো বড় হলে আসে পাড়া প্রতিবেশী এবং তারও পরে বিদ্যালয় ও দূর দূরান্তের শিক্ষক ও বন্ধুরা; এভাবে যতই তার সামাজিক সম্পর্কের পরিধি বাড়তে থাকে ততই তার সামাজিক বিকাশের পরিণমন ঘটতে থাকে।

নিচের লেখচিত্রে বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর সামাজিক আচরণ বৃদ্ধি দেখানো হল —

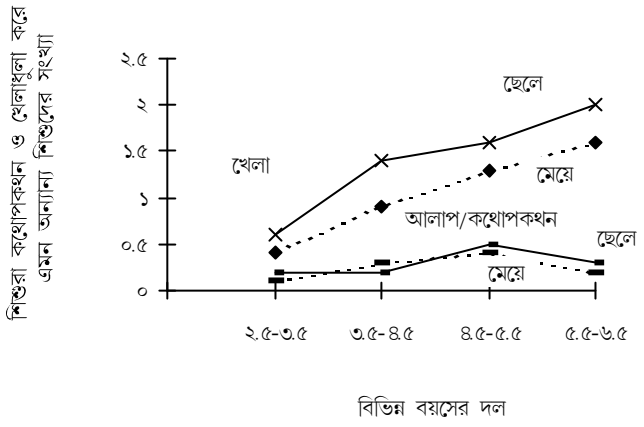


**লেখচিত্র ৬-৪.১ বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুরা অন্যান্য শিশুদের সাথে বেশি করে কথা বলে এবং খেলে**

কিশোর বয়সে সমবয়সী বন্ধুরা এক অপরের কাছে এক প্রকার আকর্ষণের পাত্র হয়ে থাকে। তাদের বন্ধুত্ব, জনপ্রিয়তা, দ্বন্দ্ব, ডেটিং, যৌন আচরণ সব কিছুই আবর্তিত হয় বন্ধুদের ঘিরে। তাই কিশোরদের আমিত্ব বা নিজ সত্তা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এই বন্ধুরাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। যে সময়ে বন্ধুদের কারণে মানুষের সামাজিক বিকাশে ব্যাপক প্রভাব পড়ে তা হলো কৈশোর কাল। সম্ভবত জীবনের অপর কোন সময়ে মানসিক ও সামাজিক বিকাশ বন্ধুদের দ্বারা এতটা প্রভাবিত হয় না।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে বন্ধুত্ব শিশুর সামাজিক জীবন বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষক ও অভিভাবকগণ যদি একটু সচেতন হন তবে খুব সহজেই শিশুদের সামাজিক বিকাশকে নিজেদের নিয়নান্ত্রনে নিয়ে আসতে পারবেন। যেমন বিদ্যালয়ে বা পাড়ায় শিশুদের মেলামেশার জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা নিজেদের প্রয়োজনে সমবয়সী অনেক বন্ধুর সাক্ষাত পেতে পারে এবং সেই সাথে তাদের সাথে খেলাধূলা ও পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্নমূখী প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সুযোগ পায়।

শিশুদের সামাজিক বিকাশ বহলাংশে নির্ভর করে অপরের সাথে তদের বন্ধুত্ব করার সুযোগ ও তাদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে। যেসব শিশুরা ঘরকুনো বা অন্যের দ্বারা অবহেলিত, সহজে তাদের সুষ্ঠু সামাজিক বিকাশ ঘটেনা। মানব জীবনে বন্ধুদের প্রভাবের কথা বিবেচনা করতে গেলে কৈশোর কালকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয। কারণ পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিত্ব কিভাবে গড়ে উঠবে তার অনেকখানিই নির্ভর করে কিশোর কিশোরীদের বন্ধু সংখ্যা ও তাদের মধ্যেকার আন্তপারস্পারিক সম্পর্কের উপর। অতএব শিক্ষক ও অভিভাবকগণ একটু চেষ্টা করলেই শিশুদের বন্ধুত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সামাজিক বিকাশকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

### *সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন*

১. শিশুদের সামাজিক বিকাশে বন্ধুদের প্রভাব কিভাবে পড়ে তা আলোচনা করুন।

২. কিশোরদের উপর তাদের বন্ধুদের প্রভাব এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩. কৃত্রিমভাবে শিশু কিশোরদের সুষ্ঠু সামাজিক বিকাশের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

পাঠ ৫

# *শিশু কিশোরদের নৈতিকতার বিকাশ*
# *[Moral Development of the Children ]*

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিশুদের নৈতিকতার বিকাশ কি ভাবে শুরু হয় তা উল্লেখ করতে পারবেন
- পিয়াজের নৈতিকতা বিকাশের তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- কলবার্গের নৈতিকতা বিকাশের তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

নৈতিকতা

নৈতিকতা ব্যক্তির জীবনে একটি বিমূর্ত ধারণা যা তাকে সমাজবদ্ধ জীবনে অপকারী প্রভাব থেকে রক্ষা করে। সব দেশ ও জাতিতেই এর একটি নিজস্ব সংজ্ঞা ও পরিসর রয়েছে এবং তারা নিজ নিজ সমাজ ও জাতীয় দৃষ্টিকোন থেকে নৈতিকআচরণ অবলম্বনে সচেষ্ট হয়। নৈতিকতা কতকগুলি নীতি বা আইন অবলম্বন করে চলে যার অনুপস্থিতি যে কোন সমাজকে কিছু সময়ের মধ্যেই অচল করে দিতে পারে। নৈতিকতা হলো তুলনামূলকভাবে সার্বজনীন এবং মানব জাতির একটি মৌলিক গুন যা মানুষের সার্বিক মূল্যবোধকে গড়ে তুলে । এক সময় মনে করা হতো যে মানুষ জন্ম সুত্রেই নৈতিকতা নিয়ে আসে, পরবর্তীকালে ব্যক্তি পর্যায়ে বা সামাজিক পর্যায়ে এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটে মাত্র। কিন্তু পরে অনেক মনোবিজ্ঞানী এই ধারণা সম্পর্ণভাবে বর্জন করেছেন।

**Moral Realism**

বয়সের সাথে মানুষের নৈতিকতার ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়। ৫/৬ বছরের ছোট শিশুর কাছে নিয়ম হলো একটি শ্বাশ্বত বিষয়, পরিবর্তনের অযোগ্য। পিয়াজে এই অবস্থাকে বলেছেন নৈতিক বাস্তবতা (Moral Realism)। তাদের কাছে নৈতিকতার মাত্রা নির্ভর করে বস্তু বা ঘটনার পরিমানের উপর গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপর নয়। যেমন, ইচ্ছাকৃত একটি জিনিস ভাঙ্গা এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে পাঁচটি জিনিস ভাঙ্গার মধ্যে তারা পরের কর্মটিকেই অধিক অপরাধজনক মনে করবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তারা যখন লক্ষ্য করে যে বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন আইন কার্যকর হয়, এবং আইন মানুষই তৈরি করে আবার তারাই তা পরিবর্তন করে তখন ধীরে ধীরে তাদের দৃঢ় নৈতিক মান ক্রমান্বয়ে সহনশীল নৈতিকতায় (Morality of Cooperation) পরিনত হয়। মানুষের পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা-দীক্ষার মাত্রা, সামাজিক মান ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

মানুষের নৈতিক বিকাশ নিয়ে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই কাজ করেছেন তাদের মধ্যে পিয়াজে, কলবার্গ প্রমূখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা রয়েছেন। এখানে তাঁদের মতবাদগুলি আলোচনা করা হলঃ

## পিয়াজের নৈতিকতা বিকাশ তত্ত্ব

জ্যাঁ পিয়াজে (Jean Piaget) দীর্ঘ সময় শিশুদের পর্যবেক্ষন করে তাদের মধ্যে নৈতিকতার বিকাশ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত তুলে ধরেছেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে ছোট শিশুর মধ্যে দুই থেকে ছয় বছর পর্যন্ত কোন নৈতিকতার বিকাশ হয়না কারণ তারা তখন নিয়মের (আইন) অস্তিত্ব অনুধাবন করতে পারলেও তার প্রয়োজন বা গুরুত্ব কোনটাই বুঝতে পারেনা। সেজন্য শিশুদের খেলাধ লায় কোন নিয়ম থাকে না কিন্তু ছয় থেকে দশ বছরের মধ্যে তারা আইনের

অস্তিত্ব বুঝতে শুরু করে যদিও তখনো তা অনুসরণের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন সুশৃংখল তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। এসময় তারা যা মনে করে তা হল আইন বড়দের তৈরি এবং তা অবশ্যই পালন করতে হবে। কিন্তু তা যে মানুষেরই তৈরি এবং প্রয়োজনে পরিবর্তনযোগ্য তা তারা বুঝতে পারে না। আনুমানিক ১০/১২ বছর বয়স থেকে শিশুরা বুঝতে শুরু করে যে খেলাতে হার জিতের প্রয়োজনে নিয়ম প্রণয়ন করতে হয় এবং তা সবাইকে মেনে চলতে হবে। তাছাড়া মানুষ যেমন সবাই মিলে নিয়ম প্রণয়ন করে তেমনি সবাই এক মত হলে তা পরিবর্তনও করা যায়।

**মিশ্র ও স্বয়ংক্রিয় নৈতিকতা**

পিয়াজের তত্ত্বে নৈতিকতার বিকাশের সাথে নিয়ম কানুন প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের নৈতিক ধারণাকে নাম দিয়েছেন, মিশ্র নৈতিকতা (heternomous morality) এবং তার পরবর্তী পর্যায়কে বলেছেন স্বয়ংক্রিয় নৈতিকতা (autonomous morality)। মিশ্র নৈতিকতা হল অপরের দ্বারা আরোপিত নিয়ম শৃংখলার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এখানে শিশু তার মা বাবার উপর নির্ভশীল, কখন কি করতে হবে বা শুনতে হবে তা হুবহু পালন করা তার কাজ। শিশুদের কাছে এই আইন অমান্য করার অর্থ হলো অবধারিতভাবে তার শাস্তি ভোগ করা। দ্বিতীয় পর্যায় হলো স্বয়ংক্রিয় নৈতিকতা যার বিকাশ ঘটে বৃহত্তর সমাজের বন্ধুদের সাথে মেলামেশার ফলে। এই পর্যায়ে আইন মানার প্রয়োজনীয়তা তারা বুঝতে পারে এবং আইন অমান্য করার যৌক্তিকতা বিচার করে আইন অমান্যকারীর শাস্তি বিধানও করতে পারে। পিয়াজের জ্ঞান বিকাশের তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে আইন কানুনের ধারণা বিকাশের সাথে সাথে শিশুদের নৈতিকতারও সুস্পষ্ট বিকাশ ঘটতে থাকে।

## কোলবার্গের নৈতিকতা বিকাশ তত্ত্ব

কোলবার্গ (Kohlberg) মানুষের নৈতিকতার বিকাশকে পিয়াজের চেয়ে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছোট শিশুদের সামনে অনেকগুলি কাল্পনিক অবস্থার বিবরণ রেখে তার উপর বিভিন্ন প্রশ্ন করে শিশুদের নৈতিক অবস্থা যাচাই করতে চেষ্টা করেছেন। এই প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুর নৈতিকতা বিকাশের ধারাকে তিনি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেন যেমন, অপরিণত (preconventional), পরিণত (conventional) এবং অতিপরিণত (post conventional)।

**Preconventional Stage**

অপরিণত পর্যায়ে শিশুর নৈতিকতা থাকে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও প্রত্যক্ষণ অনুযায়ী। এ সময় তার নৈতিকতা সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা অনেকটা দোদুল্যমান থাকে এবং তার কাজের মধ্যে তখনো আত্মকেন্দ্রিকতা বিরাজ করে। তার নীতিবোধের মধ্যে নিজের অবস্থান থাকে কেন্দ্র বিন্দুতে। অর্থাৎ অপরাধকে সে নিজের উপর চাপিয়ে নিয়ে তবে সমাধান চিন্তা করে।

**Conventional Stage**

পরিণত পর্যায়ে শিশু যে নৈতিকতা প্রকাশ করে তা বহুলাংশে প্রত্যাশা ও আইন কানুন অবলম্বন করে গড়ে উঠে। সে তখন নিজের অবস্থান থেকে সরে এসে অন্যের দৃষ্টিকোন থেকে অপরাধ কর্মকে বিশ্লেষণ করতে পারে আর নিজের নীতিবোধ তখন পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের চিরাচরিত নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। শিশুরা ঐ সময় ধর্মীয় বা সামাজিক আইনকে অতি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে এবং তা প্রায় অপরিবর্তনীয় বলে বিশ্বাস করে।

**Post Conventional Stage**

সব শেষে, অতিপরিণত পর্যায়ে শিশুর নৈতিকতা অনেক বেশি যুক্তিসম্মত ও বিমূর্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় তাছাড়া এ পর্যায়ে সে এমন সব নীতিমালা অবলম্বন করে যা

আইনে অনুপস্থিত হলেও সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে যথার্থ ও সময়োপযোগী। এ সময় চিরাচরিত আইনও অবস্থার প্রেক্ষিতে সে বদলে দিতে পারে, অর্থাৎ যা সমাজের দৃষ্টিতে অপরাধ তা পরিস্থিতির কারণে কোন ব্যক্তির বেলায় অপরাধ নাও হতে পারে। তৃতীয় স্তরে শিশু কিশোররা যুক্তি ও ব্যক্তিগত অভিলাশ দ্বারা পরিচালিত হয় তবে সে এর খারাপ পরিনতির জন্য প্রস্তুত থাকে।

## ফ্রয়েডের নৈতিকতা বিকাশ তত্ত্ব

**Super ego**

ফ্রয়েড মনে করেন যে শিশু জন্মের সময় কোন নৈতিক বোধ নিয়ে জন্মায় না বরং বয়স বাড়ার সাথে সাথে যখন শিশুর মধ্যে 'সুপারইগো' বিকাশ লাভ করে তখন সে অপরাধমূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকে। শিশুরা তাদের মা বাবা ও পরিবারের সদস্যদের নৈতিকতাকে অনুকরণের মাধ্যমে নিজের সুপারইগো গড়ে তুলে। যারা পরিবারের কাছ থেকে অনুরূপ আচরণ শিখতে পারেনা তাদের সুপারইগো অপরিণত হয়ে গড়ে উঠে ফলে তাদের মধ্যে কোন নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়না। ফ্রয়েডের মতে শিশুদের নৈতিক বিকাশের প্রকৃষ্ট সময় হল তার জীবনের প্রথম কয়েক বছর।

## কৈশোরে নৈতিকতার বিকাশ

নৈতিকতা মূলত শিশুকাল থেকেই বিকশিত হতে শুরু করে এবং কৈশোরের শেষ পর্যায়ে গিয়ে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। উপরোক্ত তত্ত্বের আলোকে Windmiller (১৯৭৬) কিশোরদের মধ্যে নৈতিকতা বিকাশের প্রক্রিয়াকে তিনটি অবস্থার যথাযথ বিকাশের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। এই তিনটি অবস্থা কিশোরদের জীবনে নীতিবোধ বিকাশের বিশেষ সহায়ক যেমন, তাদের জ্ঞানের বিকাশের পথে রীতিবদ্ধ প্রায়োগিক (formal operational period) কালের সূচনা হওয়া, নিজের মধ্যে আমিত্বের বোধ জাগ্রত হওয়া এবং কৈশোরকালীন নব্য আত্মকেন্দ্রিকতা সৃষ্টি হওয়া।

নৈতিকতা মানুষের মধ্যে কতকগুলি নীতি বা আইনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠে। দেশ ও জাতিভেদে মানুষের নৈতিকতার সংজ্ঞাও ভিন্ন হতে পারে। কারো মতে নৈতিকতা মানুষ জন্ম সূত্রে লাভ করে অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী তা মনে করেন না। ছোট শিশুরা কোন নীতিকে কঠোর অনুশাসন বলে মনে করে এবং তারা সেটা হুবহু মানতে চেষ্টা করে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের সেই ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়। শিশুদের মধ্যে ৫/৬ বছর বয়স থেকে নীতির বিকাশ ঘটতে শুরু করে এবং তা কৈশোরে গিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। নৈতিকতার বিকাশ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মতবাদ রয়েছে তার মধ্যে পিয়াজে, কলবার্গ ও ফ্রয়েডের মতবাদই প্রধান।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

### *অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন*

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. নৈতিক বাস্তবতা কাকে বলে?
   ক. শিশুরা যখন নৈতিক শিক্ষা অর্জনে ব্যর্থ হয়
   খ. শিশুরা যখন সমাজের মূল নিয়ম কানুন গুলি বুঝতে পারে
   গ. শিশুরা যখন নিয়মকে একটি শ্বাশ্বত বিষয় মনে করে
   ঘ. শিশুরা বাস্তবে যা পালন করে

২. কোলবার্গের মতবাদ অনুযায়ী অতি শৈশবে শিশুর নৈতিকতা কেমন থাকে?
   ক. নিজের প্রয়োজন মত এবং দোদুল্যমান অবস্থায়
   খ. অন্যের নৈতিকতা নিজের উপর আরোপ করে নেয়
   গ. অন্যের দৃষ্টিকোন থেকে অপরাধকে বিচার করে
   ঘ. যুক্তি ও বিমূর্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়

৩. নিচের কোন অধিসত্ত্বাটি ব্যক্তির নৈতিকতায় প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব রাখে?
   ক. ইড
   খ. ইগো
   গ. সুপারইগো
   ঘ. উপরের সবকটি

### *আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন*

১. কলর্বাগের মতে শিশু কিশোরদের নৈতিকতার বিকাশ কিভাবে হয় ?

২. পিয়াজের নৈতিকতা তত্ত্ব ও কোলবার্গের নৈতিকতার তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

### সঠিক উত্তর ঃ

অ) ১। গ, ২। ক, ৩। গ

# *কিশোর অপরাধ প্রবণতা*
# *[Delinquency]*

পাঠ ৬

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- কিশোর অপরাধ কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- কিশোর অপরাধ সৃষ্টির কারণগুলি আলোচনা করতে পারবেন
- কিশোর অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রত্যেক সমাজেই কিছু প্রত্যাশিত আচার আচরণ থাকে যা সবাইকে মেনে চলতে হয়। এটা অবশ্য সমাজভেদে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যখন কোন আচরণ এই প্রত্যাশিত মানদন্ড লংঘন করে যায় তখনই অপরাধ সৃষ্টি হয। শিশুরা এই অপরাধ করলে তাকে বলা হয় সমস্যামূলক আচরণ (problem behaviour) আবার যখন প্রাপ্ত বয়স্করা এই অপরাধ করে তখন তাকে বলে ক্রাইম বা অপরাধ। কিন্তু কিশোর কিশোরীরা যদি অনুরূপ অপরাধ করে তাকে বলা হয় কিশোর অপরাধ (juvenile delinquency)। সুতারাং দেখা যাচ্ছে যে একই অপরাধ বয়সের কারণেও নামের তারতম্য হচ্ছে এবং এই অপরাধের শাস্তি ও স্তরভেদে ভিন্ন হয়।

কিশোর বয়সটাই এমন যে এ সময় তারা যেমন বিভিন্ন সমস্যায় ভোগে তেমনি জীবনের উচ্ছল আনন্দও উপভোগ করে। ফলে সংগত কারণেই তাদের মধ্যে বহু জটিলতার সৃষ্টি হয। এই জটিলতার মধ্যে অপরাধ প্রবণতা একটি। এ বয়সে সবাই যে অপরাধ করবে তেমন নয় তবে গবেষণায় দেখা গেছে অধিকাংশের মধ্যেই এই প্রবণতা কম বেশি সৃষ্টি হয। মনোবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, অন্যান্য সময়ের চেয়ে কৈশোরে এসে কোন কোন অপরাধমূলক আচরণ বার বার সংঘটিত হয় বা তা পুন পুন আবর্তিত হয়; সে কারণেই এই ধরনের কাজকে অপরাধ না বলে বলা হয় অপরাধ প্রবণতা।

## অপরাধ প্রবণতার কারণ

এই অপরাধ প্রবণতা বিভিন্নভাবে গড়ে উঠতে পারে। তবে অপরাধ প্রবণতা গড়ে উঠার কতকগুলি চিহ্নিত কারণ রয়েছে, সেগুলি হলো ঃ

- বংশগত কারণ
- জৈবিক বা বয়সগত কারণ
- পরিবেশগত কারণ
- মানসিক কারণ এবং
- সামাজিক কারণ।

**বংশগত কারণ**

কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে অপরাধ প্রবণতা শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে। তবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এ মত সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন যে অপরাধ প্রবণতা বংশগত নয় বরং একটি অর্জিত বৈশিষ্ট্য। বংশগত কারণে যদি কারো মধ্যে বুদ্ধিহীনতা সৃষ্টি হয় বা বংশ পরম্পরায় যদি কোন পরিবার দরিদ্র হয়ে যায় তবে বুদ্ধিহীনতা বা দারিদ্রের কারণেই তাদের মধ্যে অপরাধ দেখা দিতে পারে। সুতরাং এ ধরণের পর্যবেক্ষণ থেকে অপরাধ প্রবণতার জন্য বংশ না পরিবেশ কোনটি দায়ি তা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় না।

**জৈবিক কারণ**

কৈশোরে জৈবিক পরিবর্তনের প্রভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানা প্রকার অস্থির চিত্ততা দেখা দেয় যার ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন আচরণমূলক বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। বয়স যেহেতু জৈবিক পরিবর্তনের একটি উপাদান তাই বয়স বাড়ার সাথে সাথে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ার একটি প্রবণতা দেখা যায়। একজন বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় কিশোর কিশোরীরা সহজেই অপরাধমূলক কাজে অধিক জড়িয়ে পড়তে পারে। অস্থিরচিত্ততার জন্যই তাদের মধ্যে কখনো কখনো বিদ্রোহী মনোভাবের সৃষ্টি হয় যা তাদের মধ্যে ভয় ভাবনাহীন আচরণের জন্ম দেয় এবং তারা অবলীলাক্রমে অপরাধমূলক কাজ করে যেতে পারে। Ball et al (১৯৬৪) তাদের এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বালকেরা বয়স বৃদ্ধির সাথে অপরাধমূলক আচরণের গতি বাড়িয়ে দেয়, অর্থাৎ কম বয়সের চেয়ে বেশি বয়সের কিশোরগণ অধিক অপরাধ করে। যাই হোক কৈশোর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই প্রবণতা পুনরায় নিম্নগামী হয়ে পড়ে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায়নি।

**পরিবেশগত কারণ**

ব্যক্তির আশেপাশের সবকিছুই তার পরিবেশের মধ্যে পড়ে। এই পরিবেশ যদি তার বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে অনুকূল না হয় তবে সে ধীরে ধীরে অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। যেমন, গৃহের পরিবেশ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ; পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা; বৃহত্তর পরিবেশে বন্ধুবান্ধবের দল ইত্যাদি যদি অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে তবে কিশোর কিশোরীদের উপর এর প্রভাব ক্ষতিকর হতে বাধ্য। এছাড়া পরিবার ও বিদ্যালয়ের অতি কঠোর শৃংখলা, অতি আদর পরিণামে শিশুদের অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে পারে। শিক্ষক ও অভিভাবকগণ যদি জানেন কোন ধরণের পরিবেশ তাদের সন্তানের জন্য ক্ষতিকর তবে সহজেই তারা তা এড়িয়ে যেতে পারবেন।

**মানসিক কারণ**

কোন ব্যক্তির মানসিক চাহিদা যদি অতৃপ্ত থাকে এবং তা পূরণের উপর তার সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করে তবে ঐ ব্যক্তির মধ্যে চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই অপরাধমূলক আচরণ দেখা দিতে পারে। আবার কিছু কিছু মানসিক রোগ আছে যার প্রভাবে শিশু কিশোররা অপরাধমূলক আচরণ করে। যেমন, ক্লিপটোম্যানিয়া বলে একটি মানসিক রোগ আছে যা হলে ব্যক্তির মধ্যে অনাবশ্যক চুরির প্রবণতা দেখা দেয়। প্রয়োজন ছাড়াই সে অপরের জিনিস না বলে নিয়ে যায়। নিরাপত্তাহীনতা মানসিক অশান্তির বড় কারণ, অতএব যদি কোনভাবে শিশুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তবে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারা প্রয়োজনে অপরাধমূলক উপায়েরও আশ্রয় নিতে পারে।

**সামাজিক কারণ**

আমাদের সমাজ জীবনে যেমন অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহ রয়েছে তেমনি মানব মনে তার প্রভাবও অসংখ্য। যুদ্ধ, বিপ্লব, রাজনৈতিক অস্থিরতা,প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক দূরাবস্থা এবং সামাজিক আদর্শের অভাবে কিশোর কিশোরীরা অপরাধ প্রবণতার শিকার হয়ে পড়ে। মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব তাই সামাজিক কারণেই তার চাহিদা ও সমাজের অন্য সদস্যদের সাথে মানিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। সে কারণেও তাদের মধ্যে আইন শৃংখলার পরিপন্থি

আচরণ ঘটতে থাকে। তাছাড়া বয়স কম থাকার দরুণ কিংবা আত্মস্বীকৃতির জন্য তারা নানা রকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে আইন বিরোধী কাজে জড়িয়ে যায়। এভাবেই সামাজিক পরিস্থিতি কিশোর কিশোরীদের অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি করে থাকে।

## অপরাধ প্রবণতার ধরণ

অপরাধ প্রবণতার ধরণ বলতে বুঝায় কত প্রকার অপরাধ প্রচলিত রয়েছে তা। আসলে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে সংগটিত অপরাধের তালিকা প্রস্তুত করতে গেলে তা এক দীর্ঘ বিবরণ হয়ে দাড়াবে। ষাটের দশকে আমেরিকার একটি গবেষণায় পুলিশে কাছ থেকে পাওয়া কিশোর অপরাধের তালিকায় ১৪১টি অপরাধের নমুনা পাওয়া যায় (Sellin & Wolfgang)। ঢাকা শহরে পরিচালিত আর একটি ছোট গবেষণায় বাংলাদেশী ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনুরূপ একটি গবেষণায় ৬১টি অপরাধমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হয় (সালমা, ১৯৯১)। যাইহোক, এসব গবেষণা থেকে যে অপরাধের বিবরণ বেরিয়ে এসেছে তার মধ্যে রয়েছে, আক্রমনধর্মিতা, স্কুল পালানো, মিথ্যা বলা, চুরি করা, মেয়েদের বিরক্ত করা, যৌন অপরাধ করা, অন্যের সম্পত্তি নষ্ট করা, কাউকে হত্যা করা ইত্যাদি। অপরাধ প্রবণতার ধরণ ছাড়াও ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধের প্রতি মনোভাব কেমন সে বিষয়েও গবেষণা চলছে। ঢাকা শহরে পরিচালিত একটি গবেষণার মাধ্যমে শাহীন (১৯৯৩) অপরাধ প্রবণতার প্রতি কিশোর কিশোরীদের মনোভাব নিরূপণ করার জন্য একটি মনোভাব নিরূপক অভীক্ষা প্রণয়ন করেন। এই অভীক্ষাতেও লক্ষ্য করা গেছে যে মেয়েদের চাইতে ছেলেদের মধ্যে অপরাধের প্রতি আকর্ষণ তুলনামূলকভাবে বেশি।

নিচের লেখচিত্রে ৬-১১ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের স্কুলে বিভিন্ন অপকর্ম করার শতকরা হার দেখান হল —

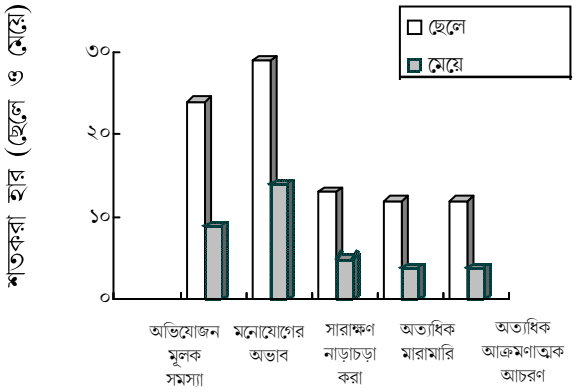


**লেখচিত্র ৬-৬.১ ছয় হতে এগার বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের স্কুলে বিভিন্ন প্রকার সমস্যাম লক আচরণের শতকরা হার**

## অপরাধ প্রবণতার প্রতিরোধ

অপরাধ প্রবণতা যদিও একটি বয়সের ধর্ম, তবুও কোন মানুষ এই অপরাধকে সুনজরে দেখেনা। তাই যতটা সম্ভব ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাতে এ প্রবণতা সৃষ্টি না হতে পারে তার

জন্য আমাদের আগে থেকেই প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত। শিশুরা যেন অপরাধী হয়ে গড়ে উঠার কোন সুযোগ না পায় তার জন্য পূর্ব থেকেই যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাই হলো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। এই প্রতিরোধ দুইভাবে করা যায় যেমন, ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সমষ্টিগত পর্যায়ে।

### *ব্যক্তিগত পর্যায়*

যখন ব্যক্তিকে এককভাবে অপরাধের শিকার থেকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয় তখন সে প্রচেষ্টাকে ব্যক্তিগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা বলা হয়। এই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে নানা রকম উপায় অবলম্বন করতে হয় যেমন, উন্নত গৃহ পরিবেশ বজায় রাখা, পরিবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ শৃংখলা বজায় রাখা, শিশুদের মৌলিক চাহিদা গুলি পূরণ করা, উন্নত বিদ্যালয় পরিবেশ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

### *সমষ্টিগত পর্যায়*

শিশুদের মধ্যে অপরাধ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কেবল একক ভাবে কাউকে দায়ি করা যায়না। সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাও এর পিছনে ইন্ধন যোগায়। তাই সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি করে যখন পূর্ব থেকেই অপরাধমুলক কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয় তখন তাকেই সমষ্টি পর্যায়ের প্রতিরোধ বলে। জীবন মান উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান, বিনোদনের ব্যবস্থা, সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু কিশোরদের মনেবৃত্তিকে পূর্ব থেকেই অপরাধ বিমুখ করে গড়ে তোলা যায়।

## অপরাধ প্রবণতার প্রতিকার

অপরাধী হয়ে গড়ে উঠার পর তা দূর করা কিংবা তার চিকিৎসার জন্য যে সব পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় তাকেই প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা বলে। এ কাজটি প্রতিরোধের চেয়ে কঠিন। অপরাধের প্রতিকার করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা হলো, অপরাধীর পরিবেশের পরিবর্তন, পরিবারে অসামঞ্জস্য থাকলে তা দূর করা, সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা, অপরাধীর নিরাপত্তা বিধান করা ইত্যাদি। এছাড়াও সমস্যামূলক আচরণ সংশোধনের জন্য কাউন্সেলিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। যেখানে মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অভীক্ষা, প্রশ্নমালা প্রয়োগ করে ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে শিশুর সমস্যা চিহ্নিত করে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

> কিশোর বয়সে সব শিশুদের মধ্যেই কম বেশি অপরাধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তবে তাদের এই প্রবণতা খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয়না। ছোট খাটো মিথ্যা বলা থেকে শুরু করে কাউকে হত্যা করা পর্যন্ত এই অপরাধের বিস্তৃতি। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে অপরাধের সূত্রপাত ঘটে, তার মধ্যে বংশগতি, বয়স, পরিবেশগত ও সামাজিক কারণ প্রধান। যদি পূর্ব থেকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায তবে শিশুদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারেনা। আর যদি কেউ অপরাধ প্রবণ হয়ে যায় তবে এর জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৬

### *সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন*

১. কিশোর অপরাধ বলতে কি বুঝায়, ব্যক্তির বয়সভেদে অপরাধের কি কি নামকরণ হতে পারে তা উল্লেখ করুন।

২. কি কি কারণে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি হয় তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

৩. অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় তার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### *অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন*

সঠিক উত্তর নির্দেশমুলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিশুর উপর তার মা বাবার প্রভাব কতটা পড়বে তা নির্ধারণ করে -
   ক. শিশুর সাথে মা বাবার যোগাযোগের সুস্পষ্টতার উপর
   খ. শিশুর সাথে মা বাবার পরিণত আচরণের উপর
   গ. শিশুর লালন পালন প্রক্রিয়ার উপর
   ঘ. উপরের সবগুলির উপর

২. ' শিশুর সাথে তার বিদ্যালয়ের কৃতিত্বের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে' বক্তব্যটি কার?
   ক. এলকিন্ড
   খ. রোজেনবল্ট
   গ. লয়েড
   ঘ. পিয়াজে

৩. সাধারণত নিম্নবিত্ত ও নিরক্ষর পরিবার থেকে আগত শিশুরা বিদ্যালয়ে ভাল ফলাফল করতে পারেনা কেন?
   ক. কারণ তারা পড়ার সময় পায়না
   খ. কারণ তারা শিক্ষকের সাহায্যের অপেক্ষায় বসে থাকে
   গ. কারণ তারা পড়ার খরচ চালাতে পারেনা
   ঘ. কারণ তারা পড়ায় মনোযোগ দিতে পারেনা

৪. শিশুদের মনোভাব বিকাশের ধারণা কোন মনোবিজ্ঞানীর মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
   ক. ফ্রয়েড
   খ. স্কিনার
   গ. ব্রুনার
   ঘ. পিয়াজে

৫. ছোট শিশুদের কাছে নিয়মের ধারণা কেমন থাকে?
   ক. পরিবর্তনের অযোগ্য একটি নিয়ম
   খ. বড়দের তৈরি করা একটি নিয়ম
   গ. এক প্রকার গুনগত আচরণ
   ঘ. উপরের একটিও না

৬. শিশুদের অপরাধকে অপরাধ বিজ্ঞানের ভাষায় কি বলে?

ক. লঘু অপরাধ
খ. সমস্যামূলক আচরণ
গ. কিশোর অপরাধ
ঘ. অপরাধ প্রবণতা

৭. দ্বন্দ্ব হলো ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্ট এক প্রকার আবেগীয় অস্থিরতা, মানুষ দ্বন্দ্বে পড়লে কি হয়?
ক. এক প্রকার চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে
খ. ভাল-মন্দ স্থির করতে পারেনা
গ. কোন কিছু গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা
ঘ. মনের মধ্যে এক প্রকার তর্ক বিতর্ক সৃষ্টি হয়

৮. কোন বয়সে ছেলেমেয়েদের উপর দলীয় প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি হয়?
ক. শৈশব কালে
খ. কৈশোর কালে
গ. তারুণ্যের সময়
ঘ. সব বয়সেই

৯. কোন শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয় ভীতি প্রাধান্য পায়?
ক. যারা লেখাপড়া করেনা
খ. যাদের মা বাবা শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন
গ. যাদের সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা কম
ঘ. যাদের কম বয়সে বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়

১০. বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষকগণ অত্যাধিক জনপ্রিয় হতে পারেন?
ক. গণতন্ত্র মনা শিক্ষকগণ
খ. যারা শিক্ষার্থীদের সাহায্য করেন
গ. যারা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করেন
ঘ. যেসব শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে কঠোর নিয়ম পালন করেন

### *আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন*

১. শিশু- কিশোরদের মধ্যে সামাজিকতা বিকাশের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। কিশোর বয়সে মা বাবা, শিক্ষক ও বন্ধুদের মধ্যে কাদের প্রভাব বেশি, কেন?
২. শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা বলতে কি বুঝায়, এ বিষয়ে পিয়াজের তত্ত্ব আলোচনা করুন।
৩. অপরাধ প্রবণতার ধরণ আলোচনা করুন।

### সঠিক উত্তর ঃ

অ) ১। ঘ, ১। ক, ৩। খ, ৪। ঘ, ৫। ক, ৬। খ, ৭। গ, ৮। খ, ৯। গ, ১০। গ